নিম্নবিত্তদের জন্য উত্তরায় নতুন উপ-শহর হচ্ছে

॥ আবদুল খালেক ॥

রাজধানীর আবাসিক সংকট নিরসনে সরকার আরও একটি উপ-শহর এবং আবাসিক এলাকা গড়ে তোলার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। প্রকল্প দুটি বাস্তবায়নে প্রাথমিক পর্যায়ে ৪৫ কোটি ৬৮ লাখ ২০ হাজার টাকা ব্যয় হবে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এতে কারিগরি এবং আর্থিক সহযোগিতা দান করবে। ১৯৮৫-৮৬ সাল নাগাদ প্রকল্প দুটোর প্রাথমিক কাজ সমাপ্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উত্তরা মডেল টাউন সংলগ্ন রেল লাইনের পূর্বদিকে ১৩০০ একর জমিতে গড়ে তোলা হবে প্রস্তাবিত উপ-শহর—উত্তরা ইস্ট। দুই লাখ লোকের বাস উপযোগী এই উপ-শহরটির কাজ শেষ হবে দুই পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ে ভূমি উন্নয়ন, প্লট সৃষ্টি, উদ্যান রচনা, রাস্তাঘাট, স্কুল কলেজ, হাসপাতাল মসজিদ, ঈদগাহ এবং বাজারের স্থান নির্বাচন ও উন্নয়ন, গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎসহ এই উপ-শহরের অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে। একটি উপ-শহরের প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি ও সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে।

জানা গেছে, উপ-শহরটির পত্তন, উন্নয়ন এবং প্রতিবেশ-পরিবেশ সৃষ্টি

(৫-এর পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

উপ-শহর হচ্ছে

(১ম পৃঃ পর)

খাতে সর্বমোট দেড়শ কোটি টাকা খরচ হবে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এই শহরটি নির্মাণে আর্থিক সহযোগিতা এবং আরও বেশ কটি আন্তর্জাতিক সংস্থা এর পরিকল্পনা, নকশা প্রণয়নসহ বিভিন্ন কাজে কারিগরি পরামর্শ দান করবে।

তবে বর্তমানে ১৭৮ একর জমি নিয়ে উত্তরা ইস্ট উপ-শহর নির্মাণের কাজ শুরু হবে। এই ১৭৮ একর জমিকে বিভক্ত করা হবে সাড়ে তিন হাজার প্লটে। প্রাথমিকভাবে এখানে ২৫ হাজার লোকের বাসস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। এতে খরচ হবে ১৭ কোটি ৯১ লাখ ১০ হাজার টাকা।

একই পরিকল্পনার আওতায় মীরপুর ১২ নম্বর সেকশনে ২৭৪ একর জমির উপর আরেকটি আবাসিক এলাকা গড়ে তোলা হবে। এই প্রকল্পে খরচ হবে ২৭ কোটি ৬৯ লাখ ১০ হাজার টাকা। এখানে প্লটের সংখ্যা হবে ৫৭৪১টি। পঁয়ত্রিশ হাজার লোকের বাসযোগ্য এই আবাসিক এলাকাটিতে কিছু সংখ্যক 'কোর হাউজও' নির্মাণ করা হবে। যাতে প্লট বরাদ্দের পর পরই অল্প আয় এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকজন মাথা গোঁজার ঠাঁই পেতে পারে। পরে তাঁরা প্লানমাফিক নিজেদের বাড়ি তৈরি করে নেবেন।

সরকারের নগর উন্নয়ন পরিদফতর এবং গৃহ সংস্থান পরিদফতর যৌথভাবে এই প্রকল্প দুটির বাস্তবায়ন এবং তত্ত্বাবধান করবে। জানা গেছে, শীগগীরই এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল ঢাকা আসছেন। প্রতিনিধিদলটি এলেই চূড়ান্ত আলোচনা শেষে কাজে হাত দেয়া হবে।

গৃহ নির্মাণ খাতে বাংলাদেশে এটিই হবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রথম বিনিয়োগ। বাংলাদেশ ছাড়া এই ব্যাংক এশীয় দেশগুলোর আবাসিক সংকট মোকাবিলার জন্যে দীর্ঘদিন ধরে ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, সিঙ্গাপুর এবং ভারতে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করছে। বিশ্ব ব্যাংকও এই সব দেশে গৃহ নির্মাণ খাতে ঋণ দিয়েছে।

নগর উন্নয়ন পরিদফতরের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন: প্রকল্প দুটোর মূল্য উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজধানীর বাসস্থান সংকটের সমাধান। নিম্ন আয়, স্বল্পবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং চাকরিজীবীদের টার্গেট গ্রুপ ধরে এই প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পের প্রাথমিক কাজ শেষে অপেক্ষাকৃত কম এবং যুক্তিযুক্ত মূল্যে টার্গেট গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত লোকদের মধ্যে প্লট বরাদ্দ করা হবে।

উত্তরা ইস্ট মডেল টাউন সম্পর্কে তিনি বলেন: প্রস্তাবিত এই মডেল টাউনের কাজ শেষ হলে রাজধানীর সঙ্গে শিল্প নগরী টঙ্গী এবং মহকুমা গাজীপুরের করিডোর আরও প্রশস্ত হবে। বর্তমানের উত্তরা মডেল টাউন, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, টঙ্গীসহ পুরো এলাকায় গড়ে উঠবে আরেকটি আধুনিক বিস্তীর্ণ জনপদ।